নতুন প্যাকেজ নীতিমালা কার স্বার্থে

আহমেদ শাহাবুদ্দীন 'আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে ...' বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে ১৫ মে ২০০১ তারিখে মো" আবু তাহের, পরিচালক (ভিডিও ইউনিট)-এর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি (নং-বিটিভি/ ডিডিজি (পি)/ ১২ (২)/ ৯৯/ ২৪৭/ ১১) প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশ অনেকদিন আগে পৌঁছে গেছে। সেই সঙ্গে একটি নীতিমালার বই এবং নিবন্ধীকরণের নমুনা আবেদনপত্র। নতুন নীতিমালায় ১০টি ধারায় ৪৫টি শর্ত প্রদান করা হয়েছে প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে। নীতিমালার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইতোমধ্যে প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সংগঠন 'প্যাকেজ ফোরাম'-এ তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ১৩ জুন সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা একে 'একপেশে ও ষড়যন্ত্রমূলক' বলে অভিহিত করেছেন। তারা তাদের ফোরামের তিন দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বিটিভিতে বিকৃত বাংলায় ডাব করা বিদেশী সিরিয়ালের প্রচার বন্ধ করা, প্যাকেজ অনুষ্ঠান ক্রয়ের জন্য ১০ কোটি টাকার তহবিল গঠন এবং সমঝোতা চুক্তির ভিমিতে প্রস্তাবিত নীতিমালায় যে প্রিভিউ কমিটি গঠনের উল্লেখ ছিল তার বাস্তবায়ন। এসব দাবি পূরণ না হলে তারা বড় ধরনের আন্দোলনে যাবারও হুমকি দিয়েছেন।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বিটিভিতে প্যাকেজ অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছে। প্যাকেজ প্রচার নিয়ে এর মধ্যে জটিলতা কম সৃষ্টি হয়নি। বহুবার আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে? নির্মাতারা খুব কি বড় ধরনের আন্দোলনে যেতে পেরেছেন? পারেননি। পারেননি বলে, বিটিভির তরফ থেকে এ ধরনের 'একেপেশে' (ফোরামের ভাষায়) নীতিমালা চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ হয়েছে। নতুন নীতিমালার ১০টি ধারায় ৪৫টি উপধারায় যা উল্লেখ করা হয়েছে যার সারমর্ম করলে এটাই দাঁড়ায়, কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে, বিটিভি সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালখুশি সহ্য করে বহিরাগত নির্মাতাদের অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। অন্তত এর কিছু ধারা বিশ্লেষণ করলে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমেই আসা যাক ১নং ধারায় কমিটি গঠন সম্পর্কে। এ ধারায় ৭টি উপধারা রয়েছে। এর মধ্যে কোথাও প্রিভিউ কমিটির সদস্য সংখ্যা বা সভাপতি কে হবেন তার উল্লেখ নেই। শুরুতেই (১.১) এই ধোঁয়াটে ভাব স্পষ্ট। অথচ এর পরবর্তী ধাপ আপীল বোর্ডের (১.৪) সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তার প্রধান যে তথ্যসচিব থাকবেন তাও স্পষ্ট করা হয়েছে। এই অস্পষ্টতা রহস্যজনক মনে করছেন অনেকে?

ধারা ২-এ কমিটির কার্যপরিধিতে ২.৪ উপধারায় কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠান ক্রয়ের শ্রেণী নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন্ গ্রেডের ক্রয় মূল্য কত হবে তার উল্লেখ নেই। অথচ ৩.৩ উপধারায় নির্মাতাদের কাছ থেকে কত আদায় করবেন তারা তা উল্লেখ করতে ভুল হয়নি। অর্থা" বিটিভি কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছে তারা যতই স্বেচ্ছাচারিতা করুক না কেন তাদের ছাড়া নির্মাতাদের কোন গতি নেই।

৩.৫ উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে বিটিভির তালিকাভুক্ত ৮০ শতাংশ শিল্পী নিয়ে প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাণের কথা। প্রশ্ন হলো, বিটিভির অডিশন প্রক্রিয়ায় কি ১০০ ভাগ সাধুতা রয়েছে? সুতরাং বিটিভি কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত শিল্পীরা যে অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন এমন ভাবার অবকাশ আছে কি? বেসরকারী নির্মাতারা অনুষ্ঠান নির্মাণ করবেন তাদের নিজেদের নির্বাচিত শিল্পী দিয়ে, এখানে বিটিভির নিয়ম বেঁধে দেয়ার অর্থ কি? বিটিভি কর্তৃপক্ষ শুধু অনুষ্ঠান সার্বিক মান দেখবে। তালিকাভুক্ত শিল্পী নিয়ে বিটিভির করা নিজস্ব অনুষ্ঠানের মান কতটা উন্নত, তা কি এদেশের মানুষ জানে না? বিটিভির নিজস্ব অনুষ্ঠানের দর্শক এখন কত তা কি কর্তৃপক্ষ জরিপ করে দেখা হয়েছে একবারও ? অথচ প্যাকেজ নির্মাতাদের ওপর তারাই চাপিয়ে দিয়েছে নীতিমালা।

অনুষ্ঠান ক্রয় ও স্পন্সরের ক্ষেত্রে নীতিমালার ৪.১ উপধারায় বলা হয়েছে যথাযথ অনুমোদনের পর অনুষ্ঠান ক্রয়ের কথা। পাশাপাশি নির্মাতাদের স্পন্সরসহ অনুষ্ঠান জমা দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি আগেও ছিল। কিন্তু বিটিভি কি অনুষ্ঠান ক্রয়ে খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে? নির্মাতাদের তো স্পন্সরের বোঝা মাথায় নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি করতে হয়েছে। এবার কি তার ব্যত্যয় ঘটবে?

অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুতে নীতিমালার ৬.২ উপধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিমালার ওপর ভিমি করে অনুষ্ঠান নির্মাণের কথা। এটি খুবই বাঞ্ছনীয় শর্ত। রাষ্ট্রের মূলনীতি হয়তো নির্মাতারা মানবেন কিন্তু সরকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শ? সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সরকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শেরও বদল দেখা গেছে, তাতে কি নীতিমালার ৬.১২ উপধারায় বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস সব সরকারের আমলে উপস্থাপন করা যাবে? বিটিভি তা প্রচার করবে? নীতিমালার ৬.২ উপধারায় পরোক্ষভাবে বিটিভির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণকেই তো স্পষ্ট করেছে।

জাতীয় মাধ্যমে বিকৃত বাংলায় ডাব করা অর্ধনগ্ন, বিকৃত ইতিহাসের সিরিয়ালের প্রচার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জনমনে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু বিটিভি কর্তৃপক্ষ তা থোড়াই করেছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯৯৮ সালে দেশ ছিল ভয়াবহ বন্যাকবলিত। এ সময় বিটিভি থেকে মানবিক কারণে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তে কেবল বন্ধ করা হয়েছিল প্যাকেজ অনুষ্ঠান, বাংলা ডাব করা বিদেশী সিরিয়াল কিন্তু ঠিকই চলেছে। বিটিভি কর্তৃপক্ষ অর্ধনগ্ন এসব বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচার করে বন্যার্তদের প্রতি কোন মানবিকতা প্রদর্শন করেছে, তা আমাদের জানা নেই। অথচ এ নিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে তখন কোন উচ্যবাচ্য করা হয়নি।

নতুন নীতিমালার ৬.৭ উপধারায় সেইসব বিকৃত বাংলায় ডাব করা বিদেশী অনুষ্ঠান প্রচার নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি এসব অনুষ্ঠান কি পরিমাণে প্রচার করা হবে তা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। যা দেশীয় শিল্প বিকাশে হুমকি হতে পারে। অন্যদিকে যেসব বিদেশী অনুষ্ঠান বাংলায় ডাব করে প্রচার করা হচ্ছে তা পরোক্ষভাবে মৌলবাদী শক্তি উস্কে দিচ্ছে বলেই বোদ্ধামহল মনে করছে। এসব অনুষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যও অসাম্প্রদায়িক নয়। ভারতের দূরদর্শন 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' প্রচারের বিপরীতে এসব সিরিয়াল তৈরি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সর্বোপরি এসব অনুষ্ঠান কি নীতিমালার ৬.৪ উপধারায় বর্ণিত শর্ত পূরণ করে? এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন।

নির্মাতাদের জন্য দেয়া ৪৫টি শর্তের বাইরেও তারকা (প) চিহ্ন সংবলিত একটি শর্ত রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, উল্লিখিত নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন বিষয় উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং অনুমোদন প্রদান করতে পারে। বলা যায় এখানেই রয়েছে স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ সুযোগ। নির্মাতাদের আশঙ্কা শেষে লিখিত নীতিমালার চেয়ে অলিখিত নীতিমালা বেশি হয়ে না যায়।

নতুন নীতিমালা নিয়ে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই এখন সর্বত্র। বিশেষ করে নির্মাতাদের মধ্যে। প্যাকেজ ফোরাম ইতোমধ্যে এ নীতিমালা প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু তারা তাদের দাবিতে কতটা অটল থাকতে পারবেন, তা নিয়েও সন্দিহান অনেকে। তবে দেশীয় শিল্প বিকাশে সরকারের ভূমিকাই এখানে মুখ্য। তা কোন নীতিমালার ভিমিতে ভাল উদ্দেশ্যে হবে এটাই সবার কাম্য। এটি কতিপয় ব্যক্তির 'আখের গোছানো'র উপযোগী হোক, তা কোন সচেতন মানুষের প্রত্যাশা হতে পারে না।